আসামি উধাও: চট্টগ্রামের জেলার প্রত্যাহার, দুই কারারক্ষী বরখাস্ত

চট্টগ্রাম কারাগারে ফরহাদ হোসেন রুবেল নামে এক হাজতির হদিস না পাওয়ার ঘটনায় চট্টগ্রাম কারাগারের জেলারসহ চারজনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

এদের মধ্যে জেলার রফিকুল ইসলামকে প্রত্যাহার, সহকারী প্রধান কারারক্ষী রফিকুল ইসলাম ও কারারক্ষী নাজিমুদ্দিনকে বরখাস্ত এবং সহকারী কারারক্ষী কামাল হায়দারের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা করা হচ্ছে। ডিআইজি প্রিজন ফজলুল হক যুগান্তরকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

উল্লেখ্য, শনিবার সকালে নিয়মিত বন্দি গণনাকালে ওই বন্দির (হাজতি নম্বর: ২৫৪৭/২১) অনুপস্থিতির বিষয়টি কারা কর্তৃপক্ষের নজরে আসে। এ ঘটনার পর বিকালে নিখোঁজ বন্দির সন্ধানে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে বাজানো হয় ‘পাগলা ঘণ্টা’। এ ছাড়া কারাগারে বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। কারাগারে চালানো হচ্ছে তল্লাশি। এ ঘটনায় নগরীর কোতোয়ালি থানায় জিডি করা হয়েছে।

কারাগার সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সদরঘাট থানার একটি হত্যা মামলার আসামি রুবেল। গত ৯ ফেব্রুয়ারি সদরঘাট থানা পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠায়। তার গ্রামের বাড়ি নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলায়। কারাগারে পাঠানোর পর এই বন্দিকে রাখা হয় চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের ১৫ নম্বর কর্ণফুলী ভবনের ‘পানিশমেন্ট ওয়ার্ড’ হিসেবে বিবেচিত একটি ওয়ার্ডে।

শনিবার সকালে নিয়মিত বন্দি গণনাকালে কর্ণফুলী ভবনের বন্দি রুবেলের অনুপস্থিতির বিষয়টি ধরা পড়ে। এর পর থেকে দিনভর কারাগারের বিভিন্ন ওয়ার্ডে খোঁজ করেও ওই বন্দির হদিস মেলেনি।

মমতা জয়ী হলে আরেকটি কাশ্মীর হবে পশ্চিমবঙ্গ: বিজেপি নেতা

ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির নেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গকে আরেকটি কাশ্মীরে রূপান্তরিত করতে চাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস।

আসন্ন রাজ্যসভা নির্বাচনে তিনি নন্দীগ্রাম থেকে প্রার্থী হয়েছেন। এর আগে শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, যদি জনসংঘের এই প্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা না থাকতেন, তবে বাংলাদেশের মতো ভারতও একটি ইসলামিক দেশে পরিণত হতো।

এনডিটিভি ও হিন্দুস্থান টাইমসের খবরে এমন তথ্য মিলেছে।

মমতা ব্যানার্জির ঘনিষ্ঠসহযোগী ছিলেন শুভেন্দু। এখন তারা একই আসনে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়ছেন।

শনিবার বেহালার মুচিপাড়ায় বক্তৃতা দেওয়ার সময় তিনি বলেন, যদি শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি না থাকতেন, তবে ভারত ইসলামিক দেশে পরিণত হয়ে যেত। আমাদের বাংলাদেশে বসবাস করতে হত। যদি তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরে আসে, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ কাশ্মীরে পরিণত হয়ে যাবে।

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি তিনি অভিযোগ করে বলেন, ‘জয় বাংলা’ স্লোগান নিয়ে এসে পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশে রূপান্তরিত করতে চায় তৃণমূল কংগ্রেস।

এই রাজনীতিবিদ আরও বলেন, বছর চারেক আগে নারায়ণগঞ্জের এমপি শামীম ওসমান প্রথম ‘খেলা হবে’ শ্লোগান দেন। তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশে পরিণত করতে চান, যে কারণে তিনি জয় বাংলা স্লোগান নিয়ে এসেছেন। আমাদের স্লোগান হল—‘ভারত মাতা কি জয়’ ও ‘জয় শ্রীরাম’।

তার এই বক্তব্যের জবাবে কাশ্মীরের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ বলেন, বিজেপির বক্তব্য অনুসারে, ২০১৯ সালের আগস্টের পর কাশ্মীর স্বর্গে পরিণত হয়ে গেছে। তাহলে পশ্চিমবঙ্গ যদি কাশ্মীর হয়, সমস্যা কী?

রাতে বাড়ি গিয়ে প্রেমিকাকে ধর্ষণ, যুবক গ্রেফতার

মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলায় রাউৎগাঁও ইউনিয়নে প্রেমিকের খপ্পরে পড়ে ধর্ষণের শিকার হলেন ১৮ বছরের প্রেমিকা।

স্থানীয় লোকজন শনিবার রাত ১২টায় ধর্ষক রাইন উদ্দিনকে (২৬) আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে। এ ঘটনায় ধর্ষণের শিকার ওই কিশোরী বাদী হয়ে কুলাউড়া থানায় মামলা করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার রাউৎগাঁও ইউনিয়নের মধ্য কৌলাগ্রামের সফর উদ্দিনের ছেলে রাইন উদ্দিনের সঙ্গে একই এলাকার ১৮ বছরের এক কিশোরীর চার বছর ধরে প্রেমের সম্পর্ক চলে আসছিল।

এর মধ্যে ওই কিশোরীর অন্যত্র বিয়ে হয়। বিয়ের পরও উভয়ের পরকীয়া চলতে থাকে। ফলে ওই কিশোরীর সংসার টেকেনি বেশি দিন। প্রেমিক রাইন উদ্দিনের কথামতো স্বামীকে তালাক দিয়ে ওই কিশোরী ফিরে আসেন বাবার বাড়িতে। এর পর দুজনের প্রেমের সম্পর্ক আরও গভীর হয়। বিষয়টি এলাকার মানুষের জানাজানি হয়।

শনিবার রাতে প্রেমিকার বাড়িতে যান প্রেমিক রাইন উদ্দিন। একপর্যায়ে প্রেমিক রাইন উদ্দিন প্রেমিকার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। এ সময় স্থানীয় লোকজন হাতেনাতে রাইন উদ্দিনকে আটক করে কুলাউড়া থানা পুলিশকে খবর দেন।

খবর পেয়ে কুলাউড়া থানা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে প্রেমিকাসহ ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত রাইন উদ্দিনকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। এদিকে প্রেমিকা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগে কুলাউড়া থানায় মামলা করেন।

কুলাউড়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আমিনুল ইসলাম জানান, রোববার ধর্ষণের অভিযোগে আটক রাইন উদ্দিনকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়। ওই কিশোরীর ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য মৌলভীবাজার সদর

বাংলাদেশে করোনায় প্রাণ গেল আরও ১১ জনের

মহামারি করোনায় আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে প্রাণঘাতী ভাইরাসটিতে নতুন শনাক্ত হয়েছেন ৬০৬ জন।

রোববার বিকালে করোনার সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য দেওয়া হয়েছে।

গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা চবি শিক্ষার্থী, নাইমুল হাসান মিশন

গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) রসায়ন বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের এক শিক্ষার্থী। তার নাম নাইমুল হাসান মিশন (২১)। তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন বলে পারিবারিকভাবে জানা গেছে। খাগড়াছড়ির রামগড়ের ফেনীর কুল এলাকার সেনাবাহিনীতে চাকুরিরত মোহাম্মদ কামাল উদ্দীনের বড় ছেলে তিনি।

আজ শনিবার (৬ মার্চ) সকালে তার শয়নকক্ষ থেকে পরিবারের সদস্যরা ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেন। এ সময় একটি সুইসাইড নোটও উদ্ধার করা হয়।

পরিবারের সদস্যরা জানান, রাতে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে বাসায় ফেরেন মিশন। খাবার খেয়ে স্বাভাবিকভাবে ঘুমাতে যান। সকালে কক্ষের দরজা না খোলায় ছোট ভাই জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে মিশনকে ফ্যানের

সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। পরে দরজা ভেঙে পরিবারের সদস্যরা তার লাশ নামিয়ে আনে।

এদিকে, মিশনের রুম থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করা হয়েছে; যেখানে তিনি লিখেছেন, ‘আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। আমার বেঁচে থাকার জন্য কোনো ইচ্ছে নেই। তাই আমি এ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি। ডারউইন বলেছিলেন Survival for fittest. but i not even fit. আমার জন্য কেউ কখনো কষ্ট পেয়ে থাকেন পারলে মাফ করে দিয়েন। আম্মু আমাকে মাফ করে দিয়েন। লিমনের (ছোট ভাই) খেয়াল রাখিয়েন। আব্বু আমাকে সফল করার জন্য অনেক কিছু সহ্য করেছেন। আমি পারিনি। তাই আমি ক্ষমাপ্রার্থী। এ দুনিয়া আমার জন্য না, সবাই পারলে আমাকে মাফ করে দিবেন। বিদায়।’

মিশনের পরিবারের সদস্যরা জানান, সে মানসিকভাব অসুস্থ ছিল। বেশ কয়েকবার চিকিৎসাও করানো হয়। দীর্ঘ দিন ধরে বিষন্নতা এবং হতাশায় ভুগছিলেন। তবে আজ তার আচরণ স্বাভাবিক ছিল।

এদিকে, মিশনের অকাল মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমেছে পুরো এলাকায়। সে খুবই মেধাবী একজন শিক্ষার্থী ছিলো।পিএসসি,জেএসসি,এসএসসি এবং এইচ এস সি পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পেয়েছিলো। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নে ভর্তি হওয়ার কিছুদিন পর থেকে সে বিষন্নতায় এবং হতাশায় ভুগতে থাকে।

রামগড় থানার এস আই অজয় চক্রবর্তী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন,আত্মহত্যা করেছে বলে শুনেছি।তবে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য খাগড়াছড়ি প্রেরণ করা হবে।

বিদ্যুৎ চুলা সিগারেটে ৭০ ভাগ দুর্ঘটনা

অগ্নিদুর্ঘটনায় প্রতি বছর শত শত কোটি টাকার সম্পদ পুড়ে ছাই হচ্ছে। প্রাণহানি হচ্ছে অসংখ্য মানুষের। করোনা মহামারির মধ্যেও গত বছর ২১ হাজার ৭৩টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে ক্ষতি হয়েছে

আনুমানিক ২৪৬ কোটি টাকার বেশি। সবচেয়ে বেশি সাত হাজার ৭২৯টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বৈদ্যুতিক গোলযোগে।

ইলেকট্রিক, গ্যাস ও মাটিসহ বিভিন্ন চুলা থেকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ তিন হাজার ৫৬৪টি অগ্নিকাণ্ড হয়েছে। বিড়ি-সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরা থেকে তিন হাজার ৪৬৫টি অগ্নিদুর্ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে। আর মোট অগ্নিকাণ্ডের ৭০ শতাংশেরও বেশি (১৪ হাজার ৭৫৮টি) ঘটেছে এই তিনি কারণে। সবচেয়ে বেশি আগুন লেগেছে বাসাবাড়ি ও আবাসিক ভবনে। ২০২০ সালের অগ্নিদুর্ঘটনায় নারীর প্রাণহানির সংখ্যা পুরুষের দ্বিগুণেরও বেশি। আর আহতও হয়েছে বেশি পুরুষ। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রায় প্রতি বছরই চুলা, বিদ্যুৎ ও বিড়ি-সিগারেট থেকে সর্বোচ্চ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে। গেল বছর চুলা থেকে সৃষ্ট আগুনে ক্ষতি হয়েছে ৩০ কোটি ৯৫ লাখ ৫৬ হাজার ৮৫০ টাকার সম্পদ। বৈদ্যুতিক গোলযোগের কারণে লাগা আগুনে ১০১ কোটি ২৩ লাখ ৯৩ হাজার ১০৮ টাকা এবং বিড়ি-সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরোর আগুনে ক্ষতি হয়েছে ১৪ কোটি ২০ লাখ ৯ হাজার ৬২৬ টাকার সম্পদ।

২০১৯ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বছরটিতে কেবল তিন কারণে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতি হয়েছে ২৭৯ কোটি ৮৯ লাখ ৪০ হাজার ৮৬ টাকার সম্পদ। ওই বছর ২৪ হাজার ৭৪টি অগ্নিকাণ্ডে মোট ক্ষতি হয় ৩৩০ কোটি ৪১ লাখ ২৮ হাজার ৭৪৪ টাকার সম্পদ।

জানতে চাইলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামাল যুগান্তরকে বলেন, বাসাবাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে হচ্ছে। এর জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী সচেতনতার অভাব। আর কলকারখানাগুলোতে বিল্ডিং কোড না মানার ফলে অগ্নিকাণ্ড বাড়ছে। শর্টসার্কিটের অগ্নিদুর্ঘটনা রোধে বড় ব্যবসায়িক ভবনে ফায়ার স্টপার লাগানো এবং সব ভবন বা বাসাবাড়িতে ফায়ার এক্সটিংগুইশার রাখারও পরামর্শ দেন তিনি। নতুন ভবন নির্মাণে বিদ্যুৎবিষয়ক প্রকৌশলীদের সার্বক্ষণিক তদারকির উপরেও জোর দেন এ বিশেষজ্ঞ। বিড়ি-সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরো ও চুলা থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা প্রতিরোধে সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই বলে মনে করেন তিনি। গত বছর অগ্নিদুর্ঘটনার জন্য অজ্ঞাত কারণসহ মোট ২০টি কারণ উল্লেখ করেছে ফায়ার সার্ভিস। এর মধ্যে খোলা বাতির

ব্যবহারে ৩৬৯টি দুর্ঘটনা ঘটে। উত্তপ্ত ছাই ও জ্বালানি থেকে ৫৪৫টি, ছোটদের আগুন নিয়ে খেলায় ৭২০টি, যন্ত্রাংশের ঘর্ষণজনিত কারণে ১৪১টি, শত্রুতামূলক বা উচ্ছৃঙ্খল জনতা কর্তৃক ১৮০টি, বজ পাত ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে ৯৮টি, বাজি পোড়ানো থেকে ৫০টি, মাত্রাতিরিক্ত তাপ/উচ্চতাপ থেকে ৯৪টি, মেশিনের মিস ফায়ার থেকে ১৭৩টি, স্বতঃস্ফূর্ত প্রজ্বালন থেকে ২৩টি, চিমনির স্ফুলিঙ্গ থেকে ৩৩টি, স্থির বিদ্যুৎ থেকে ১৬টি, রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে ১২টি, বিস্ফোরণ (সিলিন্ডার, বয়লার ইত্যাদি) থেকে ১৩৫টি, গ্যাস সরবরাহ লাইনে আগুনে ৭২২টি, যানবাহনের দুর্ঘটনাজনিত কারণে ২৫৯টি অগ্নিদুর্ঘটনা ঘটে। এর বাইরে অজ্ঞাত ও অন্যান্য কারণে দুই হাজার ৭৪৫টি অগ্নিকাণ্ড ঘটে।

গত বছর অগ্নিকাণ্ডে পুরুষের চেয়ে নারীর মৃত্যু হয়েছে বেশি। বছরটিতে মোট মৃত্যু হয়েছে ১৫৪ জনের। এর মধ্যে পুরুষ ৪৮ জন আর নারী ১০৬ জন। এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ২৯৩ জন পুরুষ এবং ৭৮ জন মহিলা। এর বাইরে ফায়ার সার্ভিসের ১৫ কর্মকর্তা ও কর্মচারী আহত হয়েছেন। ২০১৯ সালে অগ্নিকাণ্ডে মোট নিহত হন ১৮৪ জন এবং আহত হন ৫৬০ জন। বছরটিতে ফায়ার সার্ভিসের একজন নিহত এবং ২৬ জন আহত হন।

আগুন লাগার ২৯ ধরনের স্থানের কথা উল্লেখ করেছে ফায়ার সার্ভিস। এর মধ্যে বাসাবাড়ি ও আবাসিক ভবনে সর্বোচ্চ ছয় হাজার ১৫০টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। বহুতল ভবনে ১৪২টি, রান্নাঘরে দুই হাজার ৪৮৪টি, শপিংমল ও মার্কেটে ৪২৮টি, হাট-বাজারে ৬৭২টি, দোকান (মুদি ও টংসহ) এক হাজার ৮৮৪টি, পোশাক শিল্প-প্রতিষ্ঠানে (রপ্তানিমুখী) ১৭৭টি, পোশাক শিল্প-প্রতিষ্ঠানে (স্থানীয়) ৯৬টি, পোশাক শিল্প ব্যতীত অন্য কলকারখানায় ৩৮৩টি, পাটগুদাম ও পাটকলে ৮০টি, কেপিআই-এ ২০টি, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৬৫টি অগ্নিদুর্ঘটনা ঘটে।

এ ছাড়া ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে (মসজিদ, মন্দির, গির্জা ইত্যাদি) ৩৩টি, ব্যাংক-বীমা ও অন্যান্য অফিসে ৯৬টি, হোটেল-মোটেল-রেস্তোরাঁয় ২১১টি, হাসপাতাল-ক্লিনিক-ফার্মেসি-ল্যাবে ৯০টি, বেজমেন্টে ১৮টি, বস্তিতে ১০৯টি, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রে ৮৬টি, নৌযানে (জাহাজ, লঞ্চ, স্টিমার ইত্যাদি) ২১টি, ট্রেনে চারটি, গাড়িতে (স্থলপথে চলে এমন সব যান) ২৮২টি, গ্যাসলাইন ও গ্যাস সিলিন্ডারে ৯৫৭টি, বয়লারে ২০টি, এসিতে ৩২টি, বন-জঙ্গলে ১৪৮টি, গোশালা ও খড়ের গাদাসহ এ ধরনের স্থানে তিন হাজার ৯১টি অগ্নিকাণ্ড হয়। এর বাইরে অন্যান্য স্থানে তিন হাজার ২৯৪টি

মেহেরপুরের গাংনীতে ছেলের প্রেমিকাকে সারারাত পাহারা দিলেন বাবা

মেহেরপুরের গাংনীতে বিয়ের দাবিতে প্রেমিকের বাড়িতে অবস্থান নিয়েছেন এক কিশোরী। তবে প্রেমিকার আসার খবর পেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছেন প্রেমিক।

এদিকে ওই কিশোরী আত্মহত্যা করে পুরো পরিবারকে ফাঁসিয়ে দিতে পারে- এমন আশঙ্কায় প্রেমিকের বাবা প্রায় দুই রাত মেয়েটিকে পাহারা দিয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার বাওট গ্রামের দিনমজুর আব্দুল বারির মেয়ে স্থানীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী ময়না গত মঙ্গলবার সকালে বিয়ের দাবিতে ছাতিয়ান গ্রামের হাওড়াপাড়া এলাকার তার প্রেমিক আকাশের বাড়িতে এসে ওঠে।

খবর পেয়ে আকাশ বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু আকাশ বিয়ে না করলে আত্মহত্যার হুমকি দেয় ময়না। তাই আকাশের বাবা জহুরুল ইসলাম রাত জেগে ছেলের প্রেমিকাকে পাহারা দিয়েছেন; যাতে মেয়েটি কোনো দুর্ঘটনা না ঘটায়।

বিষয়টি সমাধানে বুধবার রাতে সামাজিকভাবে বৈঠকে বসেন স্থানীয় গণ্যমান্য বক্তিরা। পরে রাতেই মেয়েটিকে বুঝিয়ে তার বাড়িতে পাঠানো হয়।

জানা গেছে, পলাতক প্রেমিক আকাশ ফিরে আসলে বিষয়টি নিয়ে আবার বসা হবে। মেয়েটিকে বিয়ে করতে রাজি না হলে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, বিষয়টি শুনেছি। সমাধানের

জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপরও সমাধান না হলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সাত বছর বয়সী ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টা, মাদ্রাসাশিক্ষক গ্রেপ্তার

পড়া না পারার অজুহাতে সাত বছর বয়সী এক শিশু ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে মাওলানা মোশারফ মল্লিক নামের এক মাদরাসাশিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের কাঁচপুর সোনাপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে।

সোমবার (০১ মার্চ) দুপুরে কাঁচপুর সোনাপুর এলাকাস্থ ফয়েজীয়া কওমীয়া নুরানী হাফেজীয়া মাদরাসা ও এতিম খানা থেকে আভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত মাওলানা মোশারফ মল্লিক ঝালকাঠি জেলার কাঠালিয়া থানার চেচরি গ্রামে মৃত কালু মল্লিকের ছেলে।

এর আগে রবিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) উক্ত মাদরাসায় নিজের কক্ষে মোশারফ মল্লিক ওই ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। এ ঘটনায় ওই ছাত্রীর মা বাদী হয়ে সোনারগাঁ থানায় মামলা দায়েরের পর তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সোনারগাঁও থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. হাসিব হোসেন জানান, উপজেলার কাচঁপুর সোনাপুর এলাকায় কুদ্দুস মিয়ার তৃতীয় তলা ভাড়া নিয়ে মাওলানা মোশারফ মল্লিক ও তার স্ত্রী ফয়েজীয়া কওমীয়া নুরানী হাফেজীয়া মাদরাসা ও এতিমখানা গড়ে তোলেন। বিভিন্ন প্রয়োজনে শিক্ষকের স্ত্রী বাইরে গেলে মেয়ে শিক্ষার্থীদের পড়া না পারার অজুহাতে তার কক্ষে ডেকে নিয়ে যৌন হয়রানি করতেন।

তিনি আরো বলেন, মঙ্গলবার দুপুরে তার স্ত্রী জরুরি প্রয়োজনে বাইরে গেলে ভূক্তভোগী শিক্ষার্থীকে পড়া না পারার অজুহাতে তার

কক্ষে ডেকে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা চালান। পরবর্তীতে ওই শিক্ষার্থী বাড়ি গিয়ে বিষয়টি তার পরিবারকে জানালে মাদরাসায় গিয়ে স্থানীয়দের কাছে বিচার দাবি করেন তারা। পরবর্তীতে বিষয়টির মীমাংসা না করায় ওই শিক্ষার্থীর মা রবিবার দুপুরে বাদী হয়ে মাওলানা মোশারফ মল্লিককে আসামি করে মামলা করেন।

সোনারগাঁ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম বলেন, ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে মাদরাসা শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে নারায়ণগঞ্জ আদালতে পাঠানো হয়েছে।

নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে নৌকার প্রার্থী গেলেন বিএনপি প্রার্থীর অফিসে

গত রবিবার কালীগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মেয়র পদে দ্বিতীয়বারের মতো মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের আশরাফুল আলম আশরাফ।
নির্বাচিত হওয়ার পরদিন গতকাল সোমবার সন্ধ্যা আটটার দিকে প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের মাহবুবার রহমানের অফিসে গিয়ে সৌজন্যে সাক্ষাৎ করেন বিজয়ী নৌকা প্রতীকের আশরাফুল আলম আশরাফ।
এ সময় দু’জনকেই বেশ হাস্যেজ্জ¦ল দেখা যায়। একে অপরের সাথে কুশল বিনিময় করেন। ভোটের আগেও নৌকা প্রতীকের প্রার্থী আশরাফুল আলম আশরাফ বিএনপি প্রার্থী অফিসের গিয়ে দোয়া ও ভোট প্রার্থনা করেন। নৌকা প্রতীকের মোঃ আশরাফুল আলম আশরাফ বলেন, নির্বাচনে যে কেউ প্রার্থী হতে পারে। কালীগঞ্জ পৌরবাসীর উন্নয়নে সবার সহযোগিতা নিয়ে কাজ করতে চাই। সবাই ভেদাভেদ ভুলে কাজ করবো। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন।
গত রোববার অনুষ্ঠিত কালীগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচনে ১৯ হাজার ৪২৭ ভোট পেয়ে মেয়র নির্বাচিত হন নৌকা প্রতীকের আশরাফুল আলম আশরাফ। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দী ধানের শীষ প্রতীকের মাহাবুবার রহমান

পেয়েছেন ৩ হাজার ১৫০ ভোট।

রাবিতে ভর্তি পরীক্ষা ১৪ জুন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক/স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। আগামী ১৪ জুন থেকে এ ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে।

সোমবার শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রশাসন ভবনের কনফারেন্স রুমে উপাচার্য প্রফেসর এম আব্দুস সোবহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ভর্তি উপ-কমিটির এক সভায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন রাবি জনসংযোগ দপ্তরের প্রশাসক প্রফেসর ড. মো. আজিজুর রহমান।

জনসংযোগ প্রশাসক জানান, সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৪ জুন ২০২১ তারিখে C ইউনিট, ১৫ জুন ২০২১ তারিখে A ইউনিট ও ১৬ জুন ২০২১ তারিখে B ইউনিটের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিদিন ৩ শিফটে সকাল ৯:৩০ থেকে ১০:৩০ মিনিট; দুপুর ১২ থেকে ১টা ও বিকেল ৩ থেকে ৪টা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

এদিকে ভর্তির জন্য অনলাইনে প্রাথমিক আবেদন ৭ মার্চ দুপুর ১২টা থেকে ১৮ মার্চ রাত ১২টা পর্যন্ত গ্রহণ করা হবে। প্রাথমিক আবেদন বাছাই শেষে ২৩ মার্চ বেলা ১২টা থেকে ৩১ মার্চ রাত ১২টা পর্যন্ত চূড়ান্ত আবেদন করা যাবে।

ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট www.ru.ac.bd-এর admission মেন্যুতেও দেখা যাবে।